# বর্ষবরণ ঈমানহরণ

শরীফা খাতুন

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

**প্রকাশক**
**হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ**
নওদাপাড়া, রাজশাহী-৬২০৩
হা.ফা.বা. প্রকাশনা- ৫৮
ফোন ও ফ্যাক্স : ০৭২১-৮৬১৩৬৫
মোবাইল : ০১৭৭০-৮০০৯০০।

**১ম প্রকাশ**
এপ্রিল ২০১৬ খ্রিষ্টাব্দ

**॥ সর্বস্বত্ব প্রকাশকের ॥**

**মুদ্রণ**
হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

---

**Borsho Boron Iman Horon** by **Sharifa Khatun**, Published by: HADEETH FOUNDATION BANGLADESH. Nawdapara, Rajshahi, Bangladesh. Ph. & Fax : 88-0721-861365. Mob. 01770-800900. E-mail : tahreek@ymail.com.

# ভূমিকা

উৎসব মানুষের প্রাণের চাহিদা, আনন্দের খোরাক, ক্লেশ-ক্লান্তি ভোলার উপায়, আমেজে ডুব দিয়ে মনকে সজীব করার মাধ্যম। সে দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলাম মানুষের জন্য সার্বজনীন উৎসবের ব্যবস্থা করেছে দুই ঈদ প্রবর্তনের মাধ্যমে। এ তো শুধু উৎসব নয়; বরং দুই ঈদকে যারা সুন্নাহ ভিত্তিক উদযাপন করতে পেরেছেন, তারাই উপলব্ধি করেছেন এলাহী উৎসবের শীতলতা কত বেশী! কত প্রশান্তিদায়ক! অথচ হালে দেখা যায়, উৎসব মানে বাদ্য-বাজনার আবশ্যিক ব্যবহার, প্রায় নগ্ন নারীর বাধাহীন মিশ্রণ, তরুণ-তরুণীর বেসামাল কীর্তিকলাপ, উচ্চশব্দে ইবলীসের হাসি ও জম্পেশ আড্ডা ইত্যাদি। এসব ব্যতীত যেন উৎসব অচল, নিরস ও প্রাণহীন।

পহেলা বৈশাখ! লোকে বলে, এটা নাকি একমাত্র অসাম্প্রদায়িক মহোৎসব। যেখানে নেই কোন ধর্মের ভেদ, নেই জাতির। এপার বাংলা ওপার বাংলা দুই বাংলার মেলবন্ধন। সাম্যবাণী বৈকি! এরা অসাম্প্রদায়িক শব্দটি দিয়ে কী বুঝাতে চায়? এরা চায় সকল ধর্মের সাথে মিলেমিশে খিচুড়ী মার্কা একটা উৎসবের। যে উৎসব সকলের মধ্যকার ছেদ-পার্থক্য দূর করে একাকার করে দিবে। ভেঙ্গে দিবে ধর্মের প্রাচীর। আসুন! ঘেটে দেখা যাক, বর্ষবরণের এমন উৎসবে মেতে উঠা সঙ্গত কি-না?

**বাংলা সনের উৎপত্তি :**

মোঘল সম্রাট আকবরের শাসনকার্য হিজরী সন অনুযায়ী পরিচালিত হ'ত। এতে খাজনা আদায়ে অসুবিধা দেখা দেয়। কারণ চান্দ্রবর্ষ প্রতি বছর ১০/১১ দিন এগিয়ে যায়। ফলে ফসল ওঠা ও খাজনা আদায়ের সুবিধার্থে সম্রাট আকবর সৌরবর্ষের হিসাবে বাংলা সনের প্রবর্তন করেন।[১]

আকবর সিংহাসনে আরোহণ করেন ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মোতাবেক হিজরী ৯৬৩ সালের মুহাররম মাসে। তখনও বঙ্গে শকাব্দ চালু ছিল যার

---

১. বাংলাদেশ প্রতিদিন, ১৪ এপ্রিল ২০১৪, পৃঃ ৭।

শুরুর মাস ছিল চৈত্র। শকাব্দ হ'ল মধ্য এশিয়ার প্রাচীন রাজা 'শক' কর্তৃক প্রবর্তিত সাল।

আকবরের সিংহাসনারোহণের মাস মুহাররমের সাথে শকাব্দের বৈশাখ মাস পড়ে যাওয়ায় তিনি ফসলী সনের শুরু করেন বৈশাখ মাস দিয়ে। সেই থেকে চৈত্রের পরিবর্তে বৈশাখ দিয়ে শুরু হয় নতুন বছর। আকবরের আদেশে ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দ মোতাবেক ৯৯২ হিজরীতে ফসলী সন বা বাংলা সনের ফরমান জারী হ'লেও ৯৬৩ হিজরীতে আকবরের সিংহাসন আরোহণের সাল থেকে বাংলা সন গণনা শুরু হয়। অথচ এখন সেই সম্রাটও নেই, ফসল ওঠার পর খাজনা আদায়ও নেই।

পরবর্তীতে দেশ বিভাগের পর ১৯৬৬ সালে ড. মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহকে প্রধান করে বাংলা একাডেমীর উদ্যোগে একটি কমিটি গঠন করা হয়। ঐ কমিটি ১৭ ফেব্রুয়ারী'৬৬ তারিখে বাংলা সালের সংস্কার করেন এভাবে-

১. বছরের প্রথম পাঁচ মাস (বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ ও ভাদ্র) গণনা হবে ৩১ দিনে।

২. পরের সাত মাস (আশ্বিন, কার্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র) গণনা হবে ৩০ দিনে।

৩. ইংরেজী লিপ ইয়ারে বাংলা ফাল্গুনের সাথে ১ যোগ হয়ে ৩১ দিনে হবে।

এই সংস্কারের ফলে এখন প্রতি ইংরেজী বছরের ১৪ এপ্রিল পহেলা বৈশাখ হয়। ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালীরা এ সংস্কার গ্রহণ করেনি। ফলে বাংলা সাল হ'লেও তাদের সাথে তারিখে আমাদের মিল নেই। তাদের ১লা বৈশাখ হয় আমাদের একদিন পরে।

**ইংরেজী বর্ষবরণ হয় যেভাবে :**

ইংরেজী নববর্ষ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিভিন্নভাবে পালিত হয়। আমেরিকাতে হয় সবচেয়ে বড় নিউইয়ার পার্টি, যাতে ৩০ লাখ লোক অংশগ্রহণ করে। অষ্ট্রেলিয়ার সিডনিতে প্রায় ১৫ লাখ লোকের উপস্থিতিতে ৮০ হাযারের মত আতশবাজি ফুটানো হয়। মেক্সিকোতে ৩১ ডিসেম্বর রাত ১২-টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে ১২-টা ঘণ্টা ধ্বনি বাজানো হয়। প্রতিটি ঘণ্টা ধ্বনিতে ১টি করে

আঙ্গুর খাওয়া হয় আর মনে করা হয়, যে উদ্দেশ্যে আঙ্গুর খাওয়া হবে সে উদ্দেশ্য পূরণ হবে। ডেনমার্কে আবার কেমন লঙ্কাকাণ্ড! ডেনিশরা প্রতিবেশীর দরজায় কাঁচের জিনিসপত্র ছুড়তে থাকে। যার দরজায় যতবেশী কাঁচ জমা হবে, নতুন বছর তার তত ভাল যাবে। আর কোরিয়ানরা যৌবন হারানোর ভয়ে রাতে ঘুম থেকে বিরত থাকে। তাদের বিশ্বাস বছর শুরুর সময় ঘুমালে চোখের ভ্রু সাদা হয়ে যায়। পাশ্চাত্যের অনুকরণে বাংলাদেশেও রাত বারটা বাজার সাথে সাথে আতশবাজি, নাচ-গান, হৈ-হুল্লোড়, উন্মত্ততা শুরু হয়ে যায়। নতুন পোশাক, ভাল খাবার, বিভিন্ন স্পটে ঘুরতে যাওয়া, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন ইত্যাদির মধ্যদিয়ে পালিত হয় ইংরেজী নববর্ষ।

**বাংলা নববর্ষ পালিত হয় যেভাবে :**

অপরদিকে বাংলাদেশে বৈশাখ বরণের চিত্রও ভয়াবহ। পহেলা বৈশাখ শুরু হয় ভোরে। সূর্যোদয়ের পর পর। মূল অনুষ্ঠান শুরু হয় ৩১ চৈত্র; চৈত্র সংক্রান্তির মধ্য দিয়ে। চৈত্র সংক্রান্তি মানে চৈত্রের শেষদিন। এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে চৈত্রকে বিদায় ও নতুন বছরকে স্বাগত জানানো হয়। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ছায়ানটের শিল্পীরা বিশ্বকবির বৈশাখী গান 'এসো হে বৈশাখ, এসো এসো...' গেয়ে সূর্যবরণের মাধ্যমে নতুন বছরকে স্বাগত জানায়।

রমনার বটমূল হচ্ছে পহেলা বৈশাখের ধমনী। যে গাছের ছায়ায় ছায়ানটের মঞ্চ তৈরী হয় সেটি আসলে বট গাছ নয়। অশ্বত্থ গাছ। সুতরাং 'বটমূল' নয় 'অশ্বত্থমূল'। বটমূল হল প্রচলিত ভুল শব্দের ব্যবহার।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগ থেকে বৈশাখের প্রধান আকর্ষণ 'মঙ্গল শোভাযাত্রা' বের হয়। দেশের সমৃদ্ধি কামনায় শোভাযাত্রা বের হয় বলে এর নাম 'মঙ্গল শোভাযাত্রা'। হাযার হাযার মানুষের অংশগ্রহণে মূর্তি-মুখোশ মিছিলে ঢাক-ঢোল, কাঁসা-তবলার তালে তালে চলতে থাকে সঙ্গীত-নৃত্য, উল্লাস-উন্মত্ততা। লক্ষণীয় যে, মঙ্গল শোভাযাত্রার মঙ্গল কামনার প্রতীক হল চারুকলার ম্যাসব্যাপী পরিশ্রমে বানানো ঘোড়া, হাতি, ময়ূর, পেঁচা, পুতুল, পাখি, মূর্তি, বিভিন্ন মুখোশ প্রভৃতি।

প্রিয় পাঠক! বৈশাখী অনুষ্ঠানের শুরুটাতেই হয়ত টের পেয়েছেন এটি যে সূর্যপূজা। এছাড়া বিনোদনের নামে পালনীয় কার্যক্রমেও হয়তো লক্ষ্য করেছেন হিন্দু কালচারের সফল বিচরণ। তারা বাঙ্গালী হ'তে গিয়ে হিন্দু রীতির লৌহ নিগড়ে নিজেকে জড়িয়ে অসাম্প্রদায়িক হ'তে চাইছেন। আসলে অসাম্প্রদায়িকতাটা কি? এটি কি সেক্যুলার বা ধর্মনিরপেক্ষতা? যদি তাই হয়, তবে বৈশাখের আহ্বান ধর্মনিরপেক্ষতার আহ্বান নয় কি? দুর্ভাগ্য হতভাগা মুসলমানদের, যারা নিজস্ব ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে জলাঞ্জলি দিয়ে হিন্দু সংস্কৃতির ধারক-বাহক সেজেছে।

**পান্তা-ইলিশ :** সবকিছু ছাপিয়ে পানতা-ইলিশ হয়ে ওঠেছে বৈশাখের এক অপরিহার্য অনুষঙ্গ। ঠিক ইট-বালিতে সিমেন্টের ন্যায়। পান্তা-ইলিশ বিহীন বৈশাখের গাথুঁনী যেন বালুময়, খড়খড়ে, ক্ষীয়মান। বৈশাখে পান্তা-ইলিশের সংযোজনকারীদের অন্যতম সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল নিজেই উল্লেখ করেছেন কিভাবে তারা এর সূচনা করেন। তার যবানীতে ঘটনাটি এরূপ- ৫ সেগুনবাগিচা বর্তমান মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ছিল দৈনিক দেশ এবং সাপ্তাহিক বিপ্লবের কার্যালয়। সেকারণেই সেখানে বসত লেখক আড্ডা। আমি ছিলাম একজন নিয়মিত আড্ডারু। ১৯৮৩ সাল। চৈত্রের শেষ। চারদিকে বৈশাখের আয়োজন চলছে। আমরা আড্ডা দিতে দিতে পান্তা-পিঁয়াজ-কাঁচা মরিচের কথা তুলি। দৈনিক দেশের (প্রয়াত) বোরহান ভাই রমনা বটমূলে পান্তা-ইলিশ চালুর প্রস্তাব দিলেন। আমি সমর্থন দিলাম। প্রথমে আমাকে দায়িত্ব নিতে বললেন। কারণ সেই আড্ডায় আমিই একমাত্র বহিরাগত। ফলে কাজটা সম্পাদন করতে সুবিধা হবে। আমি একা রাজি না হওয়ায় কবি ফারূক মাহমূদ আমাকে নিয়ে পুরো আয়োজনের ব্যবস্থা করলেন। নিজেদের মধ্যে পাঁচ টাকা করে চাঁদা তোলা হ'ল। বাজার করা আর রান্না-বান্নার দায়িত্ব দিলেন বিল্পব পত্রিকার পিয়নকে।

প্রথমে আমরা পান্তা আর ডিম ভাজা দিতে চাইলাম। কিন্তু ডিমের স্থলে স্থান পেল জাতীয় মাছ ইলিশ। রাতে ভাত রেঁধে পান্তা তৈরী করে, কাঁচা মরিচ, শুকনো মরিচ, পেঁয়াজ, ইলিশ ভাজা নিয়ে 'এসো হে বৈশাখের আগেই ভোরে আমরা হাজির হ'লাম বটমূলের রমনা রেষ্টুরেন্টের সামনে। সঙ্গে মাটির সানকি। মুহূর্তের মধ্যে শেষ হলো পান্তা-ইলিশ। এভাবে যাত্রা শুরু হলো পান্তা-ইলিশের *(বাংলাদেশ প্রতিদিন, ১৪ এপ্রিল ২০১৪, পৃষ্ঠা- ১)*।

# বর্ষবরণ অনুষ্ঠানের ইসলামী মূল্যায়ন

## বিশেষ সময়কে উদযাপন ও সূর্যকে আহ্বান :

ইংরেজী নববর্ষের শুরু হয় ৩১ ডিসেম্বর রাত ১২-টা ০১ মিনিটে। আর তখন থেকেই শুরু হয় আতশবাজি, বাদ্য-বাজনা, নাচ-গান, যুবক-যুবতীর ফ্রি স্টাইল ফূর্তি। উল্লাস আর বেলেল্লাপনায় কেটে যায় সারাটি রাত।

রাতের গুরুত্বপূর্ণ যে সময়টিকে তারা টগবগে যৌবনের লাগামছাড়া নেশা মেটানোর সময় হিসাবে বেছে নিয়েছে সে সময়টিতে মহান আল্লাহ দুনিয়ার আকাশে নেমে এসে আহ্বানকারীকে, অসুস্থকে, ক্ষমাপ্রার্থীকে যা ইচ্ছা করেন তা দিয়ে যান।[২] মহান স্রষ্টার আহ্বানকে উপেক্ষা করে যারা শয়তানের আহ্বানে রাত জাগে, তাদের পরিণাম আল্লাহ্র কাছে কি-ই বা হবে?

বাংলাদেশে ইংরেজী নববর্ষের চেয়ে বাংলা নববর্ষ অনেক বেশী সাড়ম্বরে পালিত হয়। সাংস্কৃতিক সংগঠন 'ছায়ানট'-এর শিল্পীরা রমনা বটমূলে রবীন্দ্রনাথের গান এবং ধানমণ্ডি রবীন্দ্র সরোবরে মঙ্গল প্রদীপ জ্বালানোর মধ্য দিয়ে নববর্ষের সূচনা করে। নববর্ষের শুভ কামনায় বের করা হয় মঙ্গল শোভাযাত্রা। বাংলা নববর্ষে সূর্যোদয়ের সময়টিকে কল্যাণের জননী হিসাবে বেছে নিয়ে সূর্যকে আহ্বান করা হয়। এরূপ শুভাশুভ নির্ণয় ও তাতে বিশ্বাস স্থাপন শরী'আতে নিষিদ্ধ। এ ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) বলেন اَلطِّيَرَةُ شِرْكٌ 'কুলক্ষণে বিশ্বাস করা শিরক'।[৩] তিনি আরো বলেন, لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَطَيَّرَ، أَوْ تُطِيِّرَ لَهُ أَوْ تَكَهَّنَ، أَوْ تُكِهِّنَ لَهُ أَوْ سَحَرَ، أَوْ سُحِرَ لَهُ 'যে কুলক্ষণে বিশ্বাস করে এবং যাকে সে বিশ্বাস করায়, যে ভাগ্য গণনা করে এবং যাকে সে ভাগ্য গণনা করে দেয়, যে জাদু করে এবং যাকে সে জাদু করে দেয়- তারা আমাদের (উম্মাতে মুহাম্মাদীর) অন্তর্ভুক্ত নয়।[৪]

২. মুসলিম, মিশকাত হা/১২২৩।
৩. আবুদাউদ হা/৩৯১২; ইবনু মাজাহ হা/৩৫৩৮; তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৫৮৪।
৪. ত্বাবারাণী, সিলসিলা ছহীহাহ হা/২১৯৫।

কোন সময়কে অশুভ বা শুভ মনে করা হিন্দু সংস্কৃতিধারী মুসলিমের কাজ। বরং বিশেষ যে সময়ের কথা হাদীছে এসেছে তা নিম্নরূপ :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ فِى اللَّيْلِ لَسَاعَةً لاَ يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ خَيْرًا مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ. 'রাতের মধ্যে এমন একটি সময় আছে, যদি কোন মানুষ সে সময় লাভ করতে পারে, তবে আল্লাহ্র নিকট ইহকাল ও পরকালের কোন কল্যাণ চাইলে আল্লাহ তাকে দান করেন। আর এ সময়টি প্রতি রাতেই রয়েছে।[৫]

জুম'আর দিন সম্পর্কে হাদীছে এসেছে,

إِنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَيِّدُ الأَيَّامِ وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللهِ وَهُوَ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ مِنْ يَوْمِ الأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ فِيْهِ خَمْسُ خِلاَلٍ خَلَقَ اللهُ فِيهِ آدَمَ وَأَهْبَطَ اللهُ فِيْهِ آدَمَ إِلَى الأَرْضِ وَفِيهِ تَوَفَّى اللهُ آدَمَ وَفِيهِ سَاعَةٌ لاَ يَسْأَلُ اللهَ فِيْهَا الْعَبْدُ شَيْئًا إِلاَّ أَعْطَاهُ مَا لَمْ يَسْأَلْ حَرَامًا وَفِيْهِ تَقُوْمُ السَّاعَةُ مَا مِنْ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ وَلاَ سَمَاءٍ وَلاَ أَرْضٍ وَلاَ رِيَاحٍ وَلاَ جِبَالٍ وَلاَ بَحْرٍ إِلاَّ وَهُنَّ يُشْفِقْنَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ.

'জুম'আর দিন সকল দিনের সরদার এবং আল্লাহ্র নিকট বেশী সম্মানিত। এটা কুরবানীর দিন ও ঈদুল ফিতরের দিন অপেক্ষাও আল্লাহ্র নিকট অধিক সম্মানিত দিন। তাতে পাঁচটি গুরুত্ব রয়েছে। এদিনে আল্লাহ আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করেছেন, এদিনেই তাকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন, এদিনেই তার মৃত্যু হয়েছে। এ দিনে এমন একটি সময় রয়েছে যে সময়ে আল্লাহ্র কাছে কিছু চাইলে তা পাওয়া যায়, যদি তা হারাম না হয়। এ দিন ক্বিয়ামত সংগঠিত হবে। এ দিন ফেরেশতা, আকাশ, পৃথিবী, বাতাস, পাহাড়, সমুদ্র সব কিছুই ভীত থাকে।[৬]

মুসলিম জীবনে আরেকটি বিশেষ মুহূর্ত রয়েছে- 'যা এক হাযার মাসের চেয়েও উত্তম' *(ক্বদর ৩)*। এটিকে রামাযান মাসের শেষ দশকের বেজোড়

---

৫. মুসলিম, মিশকাত হা/১২২৪।
৬. ইবনু মাজাহ হা/১০৮৪; মিশকাত হা/১৩৬৩।

রাত্রিতে অনুসন্ধান করতে আদেশ দেয়া হয়েছে।[৭] এছাড়া মুসলিম জীবনে আর কোন বিশেষ মুহূর্ত নেই- যেটাকে মানুষ অনুসন্ধান করতে পারে। বস্তুতঃ মানব জীবনের পুরো সময়টাই হীরন্ময়। যা একবার গত হ'লে আর কখনো ফিরে আসে না। বরং বিশেষ সময়কে এভাবে উদযাপন করা শিরকী সংস্কৃতি বৈ কিছুই নয়।

প্রায় সাড়ে চৌদ্দশত বছর পূর্বে আবির্ভূত ইসলামকে যারা সেকেলে মনে করে, ইসলামের নবায়নের জন্য মরিয়া যারা, তারাই আবার হাযার হাযার বছরের পুরোনো সূর্য পূজাকে নিজস্ব সংস্কৃতিতে ঢুকিয়ে আধুনিক হওয়ার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। খৃষ্টপূর্ব ১৪ শতকে মিশরীয় 'অ্যাটোনিসম' মতবাদে সূর্যের পূজা হ'ত। ইন্দো-ইউরোপীয় এবং মেসো আমেরিকান সংস্কৃতিতে সূর্য পূজারীর অস্তিত্ব রয়েছে। খৃষ্টানদের ধর্মীয় উৎসব ২৫শে ডিসেম্বর 'বড় দিন' পালিত হয় মূলতঃ রোমক সূর্য পূজারীদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান অনুসরণে- যীশু খৃষ্টের প্রকৃত জন্ম তারিখ থেকে নয়।

অথচ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ 'তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে রাত্রি-দিন, সূর্য-চন্দ্র। তোমরা সূর্যকে সিজদা করো না, চন্দ্রকেও না। সিজদা কর আল্লাহকে যিনি এগুলোকে সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা তাঁরই ইবাদত কর' *(৪১ঃ৩৭)*।

মূলতঃ দুই ঈদ ব্যতীত মুসলিম জীবনে আর কোন ধর্মীয় উৎসব নেই। এছাড়া সংস্কৃতির নামেই হোক আর ধর্মের নামেই হোক- সব ধরনের উৎসব পরিত্যাজ্য। বৈশাখ বরণের নামে নতুন বছরের সূর্যকে স্বাগত গানে সম্ভাষণ জানানো, মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্বলন, মঙ্গল শোভাযাত্রা এগুলো পৌত্তলিক, সূর্যপূজারীদের ধর্মীয় আচার। এসব অনুষ্ঠান কখনো মুসলিম সংস্কৃতির অংশ নয়; হ'তে পারে না। কত মায়ের সন্তান যে এইসব শিরকী উৎসবে আটকা পড়েছে- তা ভাবার কেউ নেই। ধর্মহীনতার চোরাবালিতে

---

৭. বুখারী, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৯৮৩, ৪/২৬৫।

তারা তলিয়ে যাচ্ছে। আর তারা সার্বজনীন উৎসবের নামে একতার বাণীতে শান দিচ্ছে। মেকী ঈমানের পরহেযগার ব্যক্তিরা হৃদস্পন্দন বন্ধ হওয়ার আগে উপলব্ধি করবেন কি?

**বাদ্য-বাজনার ব্যবহার :**

বর্ষবরণের এসব অনুষ্ঠানে গান-বাজনা যেন পূর্বশর্ত। ঢেউ খেলানো আনন্দে বাজনা-সঙ্গীত যেন ফেনিল পানিরাশি হয়ে বয়ে চলে। অথচ বাদ্য-বাজনার ব্যবহার ইসলামে সম্পূর্ণ হারাম। আল্লাহ বলেন, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِيْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِيْنٌ 'এক শ্রেণীর লোক আছে যারা মানুষকে আল্লাহ্র পথ থেকে বিচ্যুত করার জন্য অজ্ঞভাবে অনর্থক কথা (বাদ্য-বাজনা) ক্রয় করে এবং তাকে আনন্দ-ফূর্তি হিসাবে গ্রহণ করে, তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি *(লোকমান ৩১/৬)*।

আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللهَ تعالى حَرَّمَ الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْكُوبَةَ وَقال : كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ মদ, জুয়া ও সব ধরনের বাদ্যযন্ত্র হারাম করেছেন। আর তিনি বলেছেন, মাদকতা আনয়নকারী সকল বস্তু হারাম'।[৮]

নাফে' (রাঃ) বলেন, একদিন ইবনু ওমর (রাঃ) বাদ্যযন্ত্রের শব্দ শুনতে পেয়ে দুই কানে দুই আঙ্গুল ঢুকিয়ে রাস্তা থেকে সরে যান। অতঃপর তিনি আমাকে বলেন, নাফে' তুমি কিছু শুনতে পাচ্ছ কি? আমি বললাম, না। তখন তিনি তার দুই আঙ্গুল দুই কান হ'তে বের করে বললেন, একদিন আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে ছিলাম তিনি বাদ্যযন্ত্রের শব্দ শুনে কানে আঙ্গুল দিয়ে রাস্তা থেকে সরে গিয়েছিলেন এবং আমাকে এভাবে জিজ্ঞেস করেছিলেন, যেভাবে আজ আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম।[৯]

---

৮. বায়হাক্বী, মিশকাত হা/৪৫০৩, সনদ ছহীহ।
৯. আবূদাঊদ হা/৪৯২৪; সনদ ছহীহ।

## মূর্তি-রেপলিকা ব্যবহার :

মূর্তি-রেপলিকা ব্যবহার বৈশাখের আরেকটি অপরিহার্য অংশ। ১৯৮৬ সালে সর্বপ্রথম যশোরে মঙ্গল শোভাযাত্রার প্রচলন ঘটে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাইন আর্টস ইনসটিটিউটের কিছু ছাত্র যশোর 'চারুপীঠ' নামের একটি সংস্কৃতিশালা গড়ে তোলে। চারুপীঠের উদ্যোগে প্রদর্শিত এ শোভাযাত্রায় উদ্যোক্তারা মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ফুল-পাখি, ভূত-প্রেত-দানব, ও জীব-জন্তুর রেপলিকা-মুখোশ ব্যবহার করে *(পরবর্তীকাল থেকে অবশ্য মূর্তি-মুখোশ মঙ্গল কামনার প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে)*। আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা থেকে ১৯৮৮ সালে এ শোভাযাত্রা বের হয়। তাতে ব্যবহৃত হয় চারু শিল্পীদের তৈরী দশটি ছোট আকৃতির ঘোড়া, একটি বিরাটাকার হাতি, (যাকে হিন্দুরা গণেশ বলে পূজা করে) এছাড়া ৫০টি মুখোশ। অনেকেই জানে না এ শোভাযাত্রায় কেন মুখোশ-মূর্তি ব্যবহৃত হয়। তাতে শামিল হওয়ার ফলইবা কি? অথচ অজান্তে অসম্ভব শাস্তির দিকে যাত্রা করেছে তারা। এগিয়ে যাচ্ছে জাহান্নামের দিকে।

অথচ ছবি-মূর্তি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَمَنْ صَوَّرَ صُورَةً، عُذِّبَ وَكُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيْهَا، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ 'যে ব্যক্তি ছবি তৈরী করবে, তাকে শাস্তি দেয়া হবে এবং তাতে জীবন দিতে বাধ্য করা হবে। কিন্তু সে তাতে সক্ষম হবে না'।[১০] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلاَ تَصَاوِيرُ 'যে ঘরে কুকুর ও ছবি থাকে সে ঘরে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না।[১১]

## নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা :

বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে যুবক-যুবতীদের অবাধ মেলামেশা জাহেলিয়াতকেও যেন হার মানায়। নারী নগ্নতার এই অপসংস্কৃতি দেশকে দ্রুত নিয়ে যাচ্ছে

---

১০. বুখারী, মিশকাত হা/৪৪৯৯।
১১. বুখারী, মিশকাত হা/৪৪৮৯।

ধ্বংসের দিকে। নতুন প্রজন্মের জন্য চরিত্রবান মায়ের সংকট তৈরী করছে তারা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন- صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلاَتٌ مَائِلاَتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لاَ يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلاَ يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا 'দুই শ্রেণীর জাহান্নামী রয়েছে, যাদের আমি এখনও দেখিনি। এমন সম্প্রদায়, যাদের হাতে গরু পরিচালনার লাঠি থাকবে। তা দ্বারা তারা মানুষকে প্রহার করবে। আর নগ্ন পোষাক পরিধানকারী নারী, যারা পুরুষদেরকে নিজেদের দিকে আকৃষ্ট করে এবং নিজেরাও পুরুষের দিকে আকৃষ্ট হয়। তাদের মাথা বক্র উঁচু কাঁধ বিশিষ্ট উটের ন্যায়। তারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। এমনকি জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না। অথচ তার সুগন্ধি এত এত দূর থেকে পাওয়া যায়'।[১২]

অত্র হাদীছে আঁটসাঁট, অশালীন, অমার্জিত পোষাক পরিধানকারী, মাথার চুল উপরে তুলে বাধা নারীদের তীব্র নিন্দা জানিয়ে তাদেরকে জান্নাতহৃত বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

اطَّلَعْتُ فِى الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ وَاطَّلَعْتُ فِى النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ

'আমি জান্নাত দেখলাম। লক্ষ্য করলাম তাতে অধিকাংশ অধিবাসী দরিদ্র। জাহান্নাম দেখলাম। লক্ষ্য করলাম, তাতে অধিকাংশ অধিবাসী নারী'।[১৩] এরূপ বহু হাদীছ রয়েছে, যেগুলোতে অশালীন নারীর নিশ্চিত ক্ষতির হুঁশিয়ার করা হয়েছে।

---

১২. মুসলিম, মিশকাত হা/৩৫২৪।
১৩. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫২৩৪।

এখানে যে একটি বিষয় উল্লেখ করতেই হয়, তা হল- নারী খেল-তামাশা, উল্লাস-নৃত্য করে তার যৌবন উপভোগ করার কারণে শাস্তি পাবে। তেমনিভাবে যুবকও শাস্তি পাবে। কিন্তু যে পুরুষ পরিবারের দায়িত্বে নিয়োজিত, তিনি যদি পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত পড়েন, তাহাজ্জুদ পড়েন, নফল ছিয়ামে অভ্যস্ত হন, মুখে দাড়ি রেখে ভাব-গাম্ভীর্যের সাথে চলাফেরা করেন, সমাজেও ভদ্রজন হিসাবে পরিচিতি পান, কিন্তু তিনি পরিবারের সদস্যদেরকে উত্তমভাবে নজরদারি করেন না, এমনতরো ভদ্রজনকে হাদীছে ‘দাইয়ূছ’ বলা হয়েছে। দাইয়ূস হলো- যে ব্যক্তি তার পরিবারকে বেহায়াপনার সুযোগ দেয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

ثَلاَثَةٌ قَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِمْ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ وَالْعَاقُّ وَالدَّيُّوْثُ الَّذِيْ يُقِرُّ فِي أَهْلِهِ الْخَبَثَ

‘নিশ্চয়ই আল্লাহ তিন ব্যক্তির উপরে জান্নাত হারাম করেছেন; মদ্যপায়ী, পিতামাতার অবাধ্য ও দাইয়ূছ। যে তার পরিবারে অশ্লীলতাকে স্বীকৃতি দেয়’।[14] দাইয়ূছী এমন একটি পাপ- যাতে নিজে পাপ করার প্রয়োজন হয় না, অন্যের পাপ দেখে নিরব থাকলেই পাপ অর্জিত হয়। তবে কোন ব্যক্তি যদি পরিবারকে যথাসাধ্য নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন, তাতে তার কোন পাপ নেই। আল্লাহ বলেন, لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا ‘আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে দেন না’ *(বাক্বারাহ ২/২৮৬)*।

**অন্যান্য কার্যক্রম :**

এছাড়াও বৈশাখে আলপনা অংকন, বৈশাখী-পোষাক পরিধান, পান্তা-ইলিশ ভোজ প্রভৃতিতে বিনোদনের নামে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। ‘আলপনায় বৈশাখ-১৪২১’ শিরোনামে জাতীয় সংসদের বিপরীতে মানিক মিয়াঁ অ্যাভিনিউতে সেবছর ১৩ এপ্রিল রাত থেকে ১৪ এপ্রিল ভোর পর্যন্ত আঁকা হয় দীর্ঘ আলপনা। অথচ অপচয়ের এই টাকা যদি অন্নহীন বনু আদমের দু’মুঠো ভাতের জন্য ব্যয় করা হ’ত তাহ’লে উভয়ই কত উপকৃত হ’ত! অথবা অন্য কোন কল্যাণকর কাজে ব্যয়িত হ’লে তা পরকালের পাথেয়

১৪. আহমাদ, মিশকাত হা/৩৬৫৫; ছহীহুল জামে‘ হা/৩০৫২।

হ'ত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ عَنْ أَهْلِهَا حَرَّ الْقُبُوْرِ وَإِنَّمَا يَسْتَظِلُّ الْمُؤْمِنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيْ ظِلِّ صَدَقَتِه 'নিশ্চয়ই দান কবরের শাস্তিকে নিভিয়ে দেয় এবং মুমিন কিয়ামতের দিন তার দানের ছায়াতলে ছায়া গ্রহণ করবে'।[১৫] অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ بِصَدَقَةٍ مِنْ طَيِّبٍ وَلاَ يَقْبَلُ اللهُ إِلاَّ الطَّيِّبَ إِلاَّ أَخَذَهَا الرَّحْمَنُ بِيَمِيْنِهِ وَإِنْ كَانَتْ تَمْرَةً فَتَرْبُو فِى كَفِّ الرَّحْمَنِ حَتَّى تَكُوْنَ أَعْظَمَ مِنَ الْجَبَلِ وَيُرَبِّيْهَا لَهُ كَمَا يُرَبِّى أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ أَوْ فَصِيْلَهُ.

'যে ব্যক্তি হালাল উপার্জন থেকে একটি খেজুর পরিমাণ দান করে, আর আল্লাহ হালাল ব্যতীত গ্রহণ করেন না। আল্লাহ উহা ডান হাতে গ্রহণ করেন। অতঃপর দানকারীর জন্য এটা লালন-পালন করতে থাকেন যেমনভাবে তোমাদের কেউ ঘোড়ার বাচ্চাকে লালন-পালন কর। অবশেষে উহা পাহাড় পরিমাণ হয়ে যায়'।[১৬]

**আমাদের আহ্বান :**

মুমিন হৃদয়! কল্পনা করুন, নতুন বছরের কি মূল্য থাকবে যদি প্রাণপাখি পিঞ্জর ভেঙ্গে বেরিয়ে যায় পুরাতন বছরে? শুভকামনায় প্রতিটি নববর্ষ উদযাপন করে পুরাতন বছর থেকে নতুন বছর কিছুটা এগিয়েছে কি? তবে কি স্বার্থকতা রয়েছে এই উদযাপনে? সুতরাং আমাদের আহ্বান-

আল্লাহ জীবন-মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন পরীক্ষা করার জন্য, কে সবচেয়ে বেশী সুন্দর আমল করতে পারে *(মুল্ক ২)*। আসুন, আমরা আমলনামা সমৃদ্ধকরণের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হই।

যে উৎসব পৌত্তলিক-খৃষ্টান সমাজ গ্রহণ করেছে তাকে কেন আমরা বর্জন করছি না? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ 'যে ব্যক্তি

১৫. ত্বাবারাণী, সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩৪৮৪।
১৬. মুসলিম হা/১০১৪; তিরমিযী হা/৬৬১; ইবনু মাজাহ হা/১৮৪২।

যে সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য অবলম্বন করবে, সে ব্যক্তি সেই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে' ।[১৭]

প্রিয় অভিভাবক! আপনার স্নেহের সন্তানকে যে বয়সে আপনি রশি ছেড়ে রেখেছেন বর্ষবরণ অনুষ্ঠান পালন করতে, সে বয়সে মুছ'আব বিন উমাইর (রাঃ) গিয়েছেন ওহোদ যুদ্ধে শহীদ হ'তে।

তরুণ-তরুণী ভাইবোন! নিজেকে অবমূল্যায়ন করো না। তোমার মত যুবকের হাতে ইসলাম শক্তিশালী হয়েছে। তোমার মত তরুণীরা কত পুরুষকে দ্বীনের পথে অবিচল থাকতে সাহস জুগিয়েছে।

আরেকটি আবেদন রাখতে চাই অভিভাবক মহলে, আপনার সচেতনতার অভাবে যদি আপনার সন্তান নষ্ট হয় তবে আপনি ব্যর্থ অভিভাবক। জেনে রাখুন! রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, اَلاَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِه 'তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। আর প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে'।[১৮] সুতরাং আসুন! সেদিন আসার আগেই আমরা সচেতন হই, যেদিন আমার সন্তান আমার জান্নাতের গতিরোধ করবে।

**সমাপনী :**

পরিশেষে বলব, বর্ষবরণ অনুষ্ঠান ইসলামী শরী'আতের সাথে সাংঘর্ষিক একটি অনুষ্ঠান। অথচ মুমিন জীবন এলাহী বিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে পালনীয় ছিল না, এমন কিছু এ যুগেও পালনীয় হ'তে পারে না। কাজ করার আগেই জবাবদিহিতার চিন্তা করতে হবে। যদি ভুল করে ফেলে, তবে সে তওবা করবে। বর্ষবরণের এই অপসংস্কৃতির থাবায় পড়ে কত তরুণ-তরুণী যে জীবনের সৌন্দর্য হারিয়ে ফেলেছে, তা দেখার কেউ নেই। সচেতন মুমিনদের উচিত বর্ষবরণের মতো এমন বেলেল্লাপূর্ণ এবং অর্থ ও সময়ের অপচয় সর্বস্ব অনুষ্ঠান হতে বিরত থাকা এবং সর্বস্তরের মুসলমানদের এই অপসংস্কৃতি থেকে মুক্ত রাখতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা। আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন- আমীন!!

[প্রবন্ধটি মাসিক আত-তাহরীক ১৮ তম বর্ষ ৩য় সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০১৪ -এর মহিলাদের পাতা কলামে প্রকাশিত]

১৭. আহমাদ, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৩৪৭, সনদ হাসান।
১৮. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৬৮৫।